

দানযিলেরে বই - নম্বর একশো চুরাশি

বশিরামদনি ও অবতারগ্রহণ: মলিরাইটদরে মোহরকরণ প্রক্রিয়ার
ভিত্তিপ্ৰস্তরসমূহ

Jeff Pippenger
2024-04-14

পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ হওয়া মলিরাপন্থী প্রজন্মের জন্ম চূড়ান্ত পরীক্ষা ১৮৫৬ সালে শুরু হয়, লবীয় পুস্তকরে ছাব্বিশি অধ্যায়ের "সাতবার" বিষয়ে অধিকতর আলোর প্রকাশ ঘটায় সাথে। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত, লাওদকীয় বার্তা একটি চূড়ান্ত সময়কালকে চিহ্নিত করছে—যে সময়কাল শুরু হয়েছিল ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের মাধ্যমে। সেই সময়কালটি দানযিলে গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের তেরো থেকে পনেরো পদে উপস্থাপিত হয়েছে।

সেই সময়কালটি কেবল ওই পদগুলোর দ্বারা নয়, বরং ওই পদগুলোর পরপূর্ত ঘটানো ইতিহাসের দ্বারাও, এবং কাযসারিয়া ফলিপিপি নামেও পরিচিতি পানয়িমের ভৌগোলিক সাক্ষ্যের দ্বারাও চিত্রিত হয়েছে। ক্রুশের ঠিক আগে খ্রিস্ট ইচ্ছাকৃতভাবে কাযসারিয়া ফলিপিপি পরিদর্শন করছিলেন, এবং ক্রুশ রববারের আইনকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা ষোড়শ পদে উপস্থাপিত হয়েছে। ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ যহিদা গোট্রের সংহ সাবাথের মতবাদকে বিশেষ আলোতে প্রকাশ করছিলেন। তারপর সেই পরীক্ষার প্রক্রিয়ার শেষে তিনি "সাত বার" বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটালেন, এবং লবীয় পুস্তকরে ছাব্বিশি অধ্যায়ের "সাত বার" হলো সাবাথ-সংক্রান্ত একটি মতবাদ। এটি হলো ভূমির বশিরাম সংক্রান্ত সাবাথের আজ্ঞা, যা মানুষের বশিরাম সংক্রান্ত সাবাথের আজ্ঞার সরাসরি সমান্তরাল। দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি বছরের সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী এবং দুই হাজার তিশ বছরের সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী উভয়ই ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ সমাপ্ত হয়েছে।

পরীক্ষার প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্ব, ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত, ছিল বশিরামদনির আরও বৃহত্তর উন্মোচন—যা সীলকরণ ও পরীক্ষার প্রক্রিয়ার সূচনাতাই বিশেষ আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে। দানযিলে এগারোর তেরো থেকে পনেরো পদের পরপূর্তিতে যে ইতিহাস প্রতিলিখিত হয়েছে, তা সেই পরীক্ষার সময়কে নির্দেশ করে, যখন এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের উপর ঈশ্বরের সীল চরিকালরে জন্ম মুদ্রিত হয়। সেই ইতিহাসে ইজকেয়িলের দুই লাঠি একত্রিত হয়। দুই লাঠির এই সংযুক্ত ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সংযোগকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং যে মতবাদটি সেই ইতিহাসে বিশেষ আলোকে দীপ্যমান, স্টেই হলো অবতারগ্রহণের মতবাদ।

এই কারণে, কাইসরিয়া ফলিপিপীতে যখন পতির খ্রিস্টকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে চিহ্নিত করছিলেন, তখন তিনি স্বীকার করছিলেন যে খ্রিস্ট, ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে, তাঁর দ্বৈত স্বরূপ প্রকাশ করছিলেন—তিনি ঈশ্বরীয় ঈশ্বরের পুত্র, এবং তিনি নিজেকে মানবদেহ ধারণ করে মনুষ্যপুত্র হয়েছিলেন।

"যখন শিষ্যরা খ্রীষ্ট সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অনুসন্ধান করছিল, তখন তারা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগতিয় আনা হলো এবং যিনি পৃথিবীতে শুরু করা কাজটি সম্পূর্ণ করতে স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে তারা শিখিল। তারা এই সত্যটি

উপলব্ধিকরল য়ে তাঁর মধ্যে এমন জ্ঞান বাস করত, যা কোনো মানুষ, ঐশ্বরকি সহায়তা ছাড়া, অনুধাবন করতে পারে না। রাজারা, নবীরা ও ধার্মকিরো য়ার বশি়ে পূর্ববাণী করছেলিনে, তাঁরই সাহায্য তাদরে প্রয়োজন ছিলি। বস্মি়ে তারা তাঁর চরতির ও কর্মরে ভবষি়দ্বাণীমূলক বরণনাগুলি পড়ল এবং বারবার পড়ল। কী অস্পষ্টভাবে তারা ভবষি়দ্বাণীমূলক শাস্ত্রগুলি বুঝছেলি! খ্রীষ্ট সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মহান সত্যগুলো গ্রহণ করতে তারা কত ধীর ছিলি! মানুষরে মধ্যে একজন মানুষ হিসেবে যখন তিনি চলাফরো করছেলিনে, তাঁর দীনতায় তাঁকে দেখে তারা তাঁর অবতারগ্রহণরে রহস্য, তাঁর স্বভাবরে দ্বৈতে স্বরূপ, বুঝতে পারনে। তাদরে চোখ যনে আবৃত ছিলি, ফলে মানবত্বরে মধ্যে দবেত্বকে তারা সম্পূর্ণভাবে চনিতে পারনে। কনিতু পবতির আত্মা দ্বারা আলোকতি হওয়ার পরে, তাঁকে আবার দেখতে এবং তাঁর চরণে নজিদেরে সমর্পণ করতে তারা কী আকুলই না হলো!" Desire of Ages, 507.

২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত সময়কালটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারে সলি করার সময়কে নির্দেশে করে। সেই সময়কাল শুরু হয়েছিলি শবাথকে সলি করার সময়কালে উন্মোচতি বহু সত্যরে মধ্যে একটি বিশি়ে সত্য হিসেবে তুলে ধরা দয়ি়ে। এই সময়ই সপ্তম তুর্যধ্বনির সূচনা হয়, যা নির্দেশে করে কখন ঐশ্বররে রহস্য সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিলি।

কনিতু সপ্তম স্বর্গদূতরে কণ্ঠস্বর শোনার দিনগুলোতে, যখন তিনি শিব্দ করতে শুরু করবনে, ঐশ্বররে রহস্য সমাপ্ত হবে, যমেন তিনি তাঁর দাসদরে অর্থাৎ নবীদরে কাছে ঘোষণা করছেন। প্রকাশতি বাক্য ১০:৭।

সপ্তম স্বর্গদূতও তৃতীয় 'হায়', কারণ সলিমোহর আরোপ ঘটে ইতিহাসরে সেই সময়ে যখন ইসলামরে যুদ্ধবগ্রহ সক্রয়ি থাকে। যদি ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর পরবর্তী সময়ে মলিরাইট অ্যাডভেন্টেবাদ বশিবস্তু থাকত, তবে ১৮৪০ সালরে ১১ আগস্ট য়ে ইসলামকে সংযত করা হয়েছিলি, তা মুক্তুপিতে।

"১৮৪৪ সালরে মহা হতাশার পর যদি অ্যাডভেন্টিস্টরা তাদরে বশিবাস দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতনে এবং ঐশ্বররে উন্মোচতি পখনর্দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হতনে—তৃতীয় স্বর্গদূতরে বার্তা গ্রহণ করে পবতির আত্মার শক্তিতে তা সারা বশি়ে ঘোষণা করতনে—তাহলে তারা ঐশ্বররে পরতির্রাণ দেখতনে; প্রভু তাদরে প্রচেষ্টার সঙ্গে মহাশক্তিতে কাজ করতনে; কাজটি সম্পন্ন হতো; এবং খ্রিস্ট তাঁর লোকদরে তাদরে পুরস্কার গ্রহণ করানোর জন্য এতদিনে এসে যতেনে। কনিতু সেই হতাশার পর য়ে সন্দেহ ও অনশিচয়তার সময় এল, তাতে বহু অ্যাডভেন্টিস্ট বশিবাসী তাদরে বশিবাস ত্যাগ করছেলিনে... ফলে কাজ ব্যাহত হলো, এবং পৃথিবী অন্ধকারে রয়ে গেলে। যদি সমগ্র অ্যাডভেন্টিস্ট সম্প্রদায় ঐশ্বররে আজ্ঞাসমূহ ও যশির বশিবাসে ঐক্যবদ্ধ হতো, আমাদরে ইতিহাস কতই না ভিন্ন হতো!" ইভানজলেজিম, ৬৯৫।

১৮৪৪ সালরে ২২শে অক্টোবর সপ্তম তুরী বাজতে শুরু করল এবং জুবলিরি তুরীও বাজতে শুরু করল।

তুমতিোমার জন্ম বছরে সাতটি সাবাথ গণনা করবে—সাত গুণ সাত বছর; আর সেই সাতটি বছরে সাবাথরে ময়োদ তোমার জন্ম হবে ঊনপঞ্চাশ বছর। তারপর সপ্তম মাসরে দশম দিনে, প্রায়শ্চিত্তরে দিনে, তোমরা জুবলিরি শঙ্গা বাজাবে; তোমাদরে সমগ্র দেশে শঙ্গার ধ্বনি তুলবে। আর তোমরা পঞ্চাশতম বছরকে পবতির করবে এবং তার সমস্ত অধিবাসীদরে জন্ম সমগ্র দেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে; এটি তোমাদরে জন্ম জুবলি হবে; প্রত্যকে ব্যক্তিতার নিজস্ব সম্পত্তিতে ফরি যাবে, এবং প্রত্যকে ব্যক্তিতার

পরবিারে ফরিে যাবে। লবীয় পুস্তুক ২৫:৮-১০।

যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারে সলিমোহরকরণে সময় শুরু হয়, তখন একটা তুর্য ইসলামের মাধ্যমে সম্পাদতি যুদ্ধ এসে পৌঁছেছে তা চহ্নতি করে, আরকেটা তুর্য পাপরে দাসত্বে থাকা তাদের জন্ম স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এক তুর্য বাহ্যিক ইতিহাসকে চহ্নতি করে, আর অন্যটা শেষে দিনে চুক্তবিদ্ধ জনগণে অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের মানবত্ব যখন অনন্তকালে জন্ম তাঁর ঈশ্বরত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তারা দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। পংক্তরি পর পংক্তি, ঐ দুটা তুর্য আসলে এক তুর্য; কারণ প্রায়শ্চিত্তে দিনেই কবেল জুবলিরি তুর্য বাজানো হয়, এবং তৃতীয় দুর্ভোগে সপ্তম তুর্য বাজলে প্রায়শ্চিত্তে দিন শুরু হয়। মলিরাইট আন্দোলনে উভয় তুর্যের প্রতিনিধিত্ব করছিলি যে মতবাদ, তা ছিল সবতরে আলো। এই শেষে দিনগুলোতে উভয় তুর্যের প্রতিনিধিত্ব করে যে আলো, তা হলো অবতারগ্রহণে মতবাদ। পংক্তরি পর পংক্তি, সবত ও অবতারগ্রহণে মতবাদ একই মতবাদ।

পতিরের স্বীকারোক্তি মশীহকে এবং ঈশ্বরেরে পুত্রকণে চহ্নতি করছিলি। মশীহই ঈশ্বরেরে পুত্র। মশীহ সেই স্রষ্টা, যাঁকে বশিরামদনি প্রতীকায়তি করে।

খ্রিস্ট যখন পৃথিবীতে অবস্থান করতনে, পল কখনও তাঁকে দেখেননি। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর এবং তাঁর কর্মসমূহ সম্পর্কে শুনছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করত পারণে যে প্রতশ্রুত মশীহ—সকল জগতেরে সৃষ্টিকর্তা, সকল আশীর্বাদেরে দাতা—সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আবর্তিত হবেন। পলেরে জীবনেরে রখোচিত্র, ২৫৬।

বশিরামদনি স্রষ্টার পরচয় দেয়, এবং সেই স্রষ্টাই হলেন সেই খ্রীষ্ট, যাঁকে পতির স্বীকার করছিলেন। ঈশ্বরেরে পুত্র, যাঁকে পতির স্বীকার করছিলেন, তিনিই মনুষ্যপুত্র হওয়ার জন্ম মানবদেহে গ্রহণ করছিলেন। ঈশ্বরেরে পুত্র দেহধারণকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

"খ্রিস্ট নারী-পুরুষকে বজিহী হওয়ার ক্ষমতা এনে দিছিলেন। তিনি মানব রূপে এই জগতে এসেছিলেন, মানুষেরে মধ্যে একজন মানুষ হিসেবে বাস করত। তিনি পরীক্ষতি ও প্রমাণতি হওয়ার জন্ম মানব প্রকৃতির সীমাবদ্ধতাসমূহ গ্রহণ করছিলেন। তাঁর মানবতবে তিনি ঈশ্বরিক স্বভাবেরে অংশীদার ছিলেন। তাঁর অবতার গ্রহণে তিনি নতুন অর্থ 'ঈশ্বরেরে পুত্র' উপাধিলাভ করছিলেন। স্বর্গদূত মেরিকে বলছিলেন, 'সর্বোচ্চেরে শক্তি তোমাকে আচ্ছাদতি করবে; অতএব তোমার গর্ভে জন্মাবে যে পবতির সন্তান, সে ঈশ্বরেরে পুত্র বলে অভিহিত হবে' (লুক ১:৩৫)। মানুষেরে পুত্র হয়েও তিনি নতুন অর্থ 'ঈশ্বরেরে পুত্র' হলেন। এইভাবে তিনি আমাদেরে পৃথিবীতে দাঁড়িয়েছিলেন—ঈশ্বরেরে পুত্র, তবু জন্মসূত্রে মানবজাতরি সঙ্গে যুক্ত।" নরিবাচতি বার্তা, বই ১, ২২৬।

কাইসারিয়া ফলিপ্পিতে পতিরেরে দ্বৈত স্বীকারোক্তি সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রতিনিধিত্ব করছিলি, যারা উপলব্ধি করে যে যিশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরেরে পুত্র, এবং ১৮৪৪ সালে উদ্ভাসতি সবথেরে মতবাদসহ শেষে কালে স্বীকৃত অবতারত্বেরে মতবাদও। দ্বৈত সত্বেরে এই আলোর উন্মোচন সলিমোহর দেওয়ার সময়পরবেরে শুরুতে ও শেষে ঘটে, যার সাক্ষয় দেয় ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত সলিমোহরেরে ইতিহাস এবং প্রকাশতি বাক্ষরে আঠারোতম অধ্যায়েরে দুটা কণ্ঠস্বরেরে ইতিহাস।

সলিমোহরেরে প্রকরণিয়ায় মলিরাইটদেরে ধারায় যমেন, তমেনি প্রকাশতি বাক্ষ আঠারো অধ্যায়ে বর্ণতি সলিমোহরেরে ভাববাদী ধারাতণে, সময়সীমার একবোরেরে শেষে একটা পরীক্ষা থাকে, যখনে এক শ্রগী মূখ কুমারীদেরে রূপে প্রকাশতি হয়—যমেনটা ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩

সালরে মধ্যে হয্ছেলি—আরকে শ্রণী জুঞানী কুমারীদরে রূপে পরকাশতি হয জুলাই ২০২৩ থেকে শীঘ্রই আসন্ন রববারে আইন পর্যন্ত। সেই চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়টি সেই পরবরে শুরুকে পুনরাবৃত্তি করে। যে একই স্বর্গদূত ২০০১ সালরে ১১ সেপ্টেম্বরে অবতীর্ণ হয্ছেলিনে, তিনি ২০২৩ সালে মথায়লে রূপে আগমন করনে মৃতদরে জীবন ডাকতে—কাউকে চরিন্তন জীবনরে জন্য, কাউকে চরিন্তন মৃত্যুর জন্য। তিনি যখন আগমন করনে, তিনি তাঁর জনগণকে ভিত্তি দকি ফরিয়নে নে। কটে পুরোনো পথ ধরে চলতে অস্বীকার করে, কটে আবার পুরোনো পথই চলে। কটে তূর্যরে ধ্বনশি়নে, কটে শুনতে অস্বীকার করে।

এই কথা সদাপ্রভু বলনে, তোমরা পথসমূহে দাঁড়াও, এবং দেখে, এবং সেই প্রাচীন পথগুলি বসিয়ে জিজ্ঞাসা কর, কোথায় সেই উত্তম পথ; এবং তাতে চল, তাহলেই তোমরা তোমাদরে প্রাণরে জন্য বশিরাম পাবে। কনিতু তারা বললি, আমরা তাতে চলবি না। আরও আমি তোমাদরে উপর প্রহরী নিযুক্ত করলাম, বলিয়া, শঙ্কিগার ধ্বনরি প্রতিকরণপাত কর। কনিতু তারা বললি, আমরা করণপাত করবি না। যরিময়ি ৬:১৬, ১৭।

প্রহরী যে তূর্য বাজায় তার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা বারতাটি দ্বিবিধি। এটি ইসলামরে সপ্তম তূর্য এবং মুক্তরি জুবলি তূর্য। এটি ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বরে সংযোজনরে বারতা, যা অবতারগ্রহণরে রহস্য দ্বারা সম্পন্ন হয়, এবং যা ঈশ্বরে সীলরে জন্য প্রস্তুত এক চরিত্র গড়ে তোলে; সেই সীল হলো সাবাথ। সেই সীলকরণরে চূড়ান্ত সময়কালরে সঙুগে সম্পর্কতি বারতা, কাজ এবং পরস্থিতিগুলি—যা ২০০১ সালরে বাইশ বছর পরে, ২০২৩ সালরে জুলাইয়ে শুরু হয্ছে—দানয়লে গ্রন্থরে একাদশ অধ্যায়রে তরে থেকে পনরে পদে এবং মথি গ্রন্থরে ষোড়শ অধ্যায়ে খ্রিষ্টরে কাইসারিয়া ফলিপিপি সফরে উপস্থাপতি হয্ছে।

দশ কুমারী দৃষ্টান্তে প্রতীক্ষার সময়ে সব কুমারীই ঘুমিয়ে পড়ছেলি। যীশু তাঁর শষিধদরে বলছেলিনে যে লাজার ঘুমাচ্ছে।

এই কথা বলার পর তিনি তাদের বললনে, আমাদরে বন্ধু লাজারুস ঘুমিয়ে পড়ছে; কনিতু আমি যাচ্ছি, যাতে তাকে ঘুম থেকে জাগাই। তখন তাঁর শষিধরা বলল, প্রভু, যদি তিনি ঘুমিয়ে থাকনে, তবে তিনি সুস্থই হযে উঠবনে। কনিতু যীশু লাজারুসরে মৃত্যুর কথা বলছেলিনে; আর তারা ভবেছেলি তিনি সাধারণ ঘুমে বশিরাম নেওয়ার কথা বলছেন। তারপর যীশু স্পষ্ট করে তাদের বললনে, লাজারুস মারা গেছে। য়োহন ১১:১০-১৪।

একুশ দিনরে শেষে, দানয়লে দর্শন দেখলনে, এবং তিনি গভীর নদিরায় ছিলনে।

আর আমি, দানয়লে, একাই দর্শনটি দেখলাম; কারণ যারা আমার সঙুগে ছিল তারা দর্শনটি দেখেনে; কনিতু তাদের উপর মহা কম্পন নেমে এল, এমন যে তারা নিজিদরে লুকোতে পালিয়ে গলে। অতএব আমি একা পড়ে রইলাম, এবং এই মহা দর্শন দেখলাম, আর আমার মধ্যে কোনো শক্তি রইল না; কারণ আমার সৌন্দর্য আমার মধ্যে বনিষ্ট হযে গলে, এবং আমার কোনো শক্তি অবশিষ্ট রইল না। তবু আমি তাঁর কথার শব্দ শুনলাম; এবং যখন আমি তাঁর কথার শব্দ শুনলাম, তখন আমি মুখ খুবড়ে গভীর নদিরায় পড়ে গেলোম, এবং আমার মুখ ভূমরি দকি ছিলি। দানয়লে ১০:৭-৯।

প্রকাশতি বাক্য একাদশ অধ্যায়রে দুই সাক্ষী সাড়ে তিনি দিন রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলি, আর ইজকেয়িলেরে মৃত হাড়গুলো উপত্যকায় ছিলি। ২০২০ সালরে ১৮ জুলাই আত্মকি মৃত্যু ও নদিরার সেই বলিম্বকাল তৃতীয় স্বর্গদূতরে আন্দোলনরে কুমারীদরে উপর আরোপতি হয্ছেলি। তিনি বছর পরে ঈশ্বরে অন্তিম-দিনরে লোকদরে জাগিয়ে তোলা ও প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া, তাঁদেরকে তাঁর নশান ও শক্তিশালী সনোবাহনী হিসাবে দাঁড় করানোর জন্য,

শুরু হয়। ২০২০ সালের ১৮ জুলাই য়ে স্ববর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিল, সযে একটী সিত্যযে সলিমোহর খুলে দয়িছেলি, যযেন স্ববর্গদূতরো যখনই অবতীর্ণ হয় তখনই করলে।

তনি য়ে সত্য়টী উন্মোচন করছেলিনে, তা ছিল প্রতীক্ষার সময় এবং প্রথম হতাশার অভিজ্ঞতা। ঈশ্বররে শেষে দিনরে লোকরো তখন বচ্ছিনিন হয়ে পড়ছেলি, এবং ইতহিসে যখন তাদরে জাগরণরে প্রক্রয়ী এলো, তখন তাদরে স্বীকার ও মনে নতি হতো য়ে তারা বচ্ছিনিন হয়ে পড়ছেলি এবং তারা প্রতীক্ষার সময়ে ছিল। তখন প্রতীক্ষার সময়রে বার্তাকে শক্তিশালী করতে অনকে স্ববর্গদূত, বা অনকে বার্তা পাঠানো হয়েছিল।

"দ্বিতীয় স্ববর্গদূতরে বার্তার সমাপ্তির নকিট, আমি স্ববর্গ থেকে এক মহান আলোক ঈশ্বররে জনগণরে উপর উদ্ভাসতি হতে দেখলাম। এই আলোর করিণগুলি সূর্যরে ন্যায় দীপ্তমিন বলে মনে হচ্ছিল। এবং আমি স্ববর্গদূতদরে কণ্ঠস্বর শুনলাম, তারা উচ্চস্বররে বলছে, 'দখে, বর আগমন করছেন; তোমরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বরেয়ি়ে এসো!'"

এটীই ছিল মধ্যরাত্রির আহ্বান, যা দ্বিতীয় স্ববর্গদূতরে বার্তাকে শক্ত দিতে নরিধারতি ছিল। স্ববর্গ থেকে স্ববর্গদূতদরে পাঠানো হয়েছিল নরিংসাহতি সন্তদরে জাগয়ি়ে তোলার জন্য এবং তাদরে সামনে য়ে মহৎ কাজ ছিল তার জন্য তাদরে প্রস্তুত করতে। সবচয়ে প্রতভিবান বযকত্রী এই বার্তাটী সবার আগে গ্রহণ করনো। স্ববর্গদূতরা পাঠানো হয়েছিল বনিয়ী, নবিদেতিজনদরে কাছে, এবং তাদরে সেই আহ্বান তুলতে উদ্বুদ্ধ করলনে: 'দখে, বর আসছেন; তোমরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বরে হয়ে যাও!' যারা এই আহ্বানরে দায়তিব দেওয়া হয়েছিল তারা ত্বরতি এগয়ি়ে গেলে, এবং পবতির আত্মার শক্তিতে সেই বার্তাটী ধ্বনতি করল, আর তাদরে নরিংসাহতি ভাইদরে জাগয়ি়ে তুলল। এই কাজটী মানুষরে জ্ঞান ও বদিয়ার উপর প্রতষ্টিতি ছিল না, বরং ঈশ্বররে শক্তির উপর; আর তাঁর সন্তরা, যারা সেই আহ্বান শুনছেলি, তা প্রতরিোধ করতে পারনো। সবচয়ে আধ্যাত্মকিরা প্রথমে এই বার্তা গ্রহণ করল, আর যারা পূর্বে কাজরে নতৃত্ব দয়িছেলি তারা সবশেষে এটী গ্রহণ করল এবং সেই আহ্বানকে আরও জোরালো করতে সহায়তা করল: 'দখে, বর আসছেন; তোমরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বরে হয়ে যাও!'

দশেরে সর্বত্র দ্বিতীয় স্ববর্গদূতরে বার্তা সম্পর্কে আলোর প্রকাশ ঘটছেলি, এবং সেই আহ্বান হাজার হাজার মানুষরে হৃদয় গলয়ি়ে দয়িছেলি। এটি শহর থেকে শহরে এবং গ্রাম থেকে গ্রামে গয়ি়েছিল, যতক্ষণ না ঈশ্বররে প্রতীক্ষারত লোকরো পুরোপুরি জাগরত হলো। অনকে গরিজায় এই বার্তা প্রচাররে অনুমতি দেওয়া হয়নি, এবং জীবন্ত সাক্ষ্যধারী একটী বৃহৎ দল এসব পততি গরিজা ত্যাগ করছেলি। মধ্যরাত্রির আহ্বানরে মাধ্যমে এক মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। বার্তাটী ছিল হৃদয়-অন্বযী, যা বশ্বাসীদরেকে নজিদরে জন্য এক জীবন্ত অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান করতে উদ্বুদ্ধ করছেলি। তারা জানত য়ে তারা একে অন্যরে ওপর ভর করতে পারে না। আর্ল রাইটিংস, ২৩৮।

দৃষ্টান্তে, মধ্যরাত্রির আহ্বানরে বার্তা আগমন সেই সময়টিকে চহ্নিতি করে, যখন কুমারীদরে দুই শ্রণে নিজিদরে কাছে তলে আছে কনি তা প্রকাশ করে। জ্ঞানীদরে কাছে তলে আছে, মূর্খদরে নহে। মলিরাইট ইতহিসে স্যামুয়লে স্নোর কাজরে মাধ্যমে সেই দৃষ্টান্তরে পরিপূর্ণতা ঘটছেলি, এবং সেই কাজরে মধ্যে স্নো য়ে বার্তা উপস্থাপন করছেলিনে, তা সেই সময়কার মলিরাইট প্রকাশনাগুলিতে তাঁর নবিন্দসমূহে য়েভাবে প্রতফিলতি হয়েছিল, স্যেবহে বকশতি হয়েছিল। তারপর, যখন তনি ১৮৪৪ সালরে ১২ থেকে ১৭ আগস্টরে একসটোর ক্যাম্পসভায় পোঁছালনে, তখন সেই ঘটনার মাধ্যমে এমন এক সময়পরবণ্ড নরিদশেতি হয়, যা পরণামে সভায় উপস্থতিদরে সভা ত্যাগ করে বার্তাটী ঘোষণা

করতে উদ্ভুদ্ধ করছিলি।

একটি "সময়ের মুহূর্ত" আছে যখন "মধ্যরাত্রে আহ্বান"-এর বার্তাটি সম্পূর্ণভাবে প্রতীতি হয়, এবং সেই মুহূর্তে, দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে, কুমারীদের জন্য অনুগ্রহের সময় সমাপ্ত হয়। সেই "সময়ের মুহূর্ত"-টির আগে একটি "সময়কাল" থাকে, যখন বার্তাটি বিকশিত হচ্ছিল। জুলাই ২০২৩ থেকে "মধ্যরাত্রে আহ্বান"-এর বার্তাটি বিকশিত হয়ে আসছে, এবং মলিরাইটদের পরিপূর্তির বিপরীতে, এই বার্তাটি "অনুগ্রহের সময়ের সমাপ্তি"-র আগেই সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে। এক্সটোর সম্মেলনের শেষে অনুগ্রহের সময় সমাপ্ত হলে বার্তাটি তখন "দেশের প্রতীতি অংশে" পৌঁছল, এবং "দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ওপর আলো দোয়া হলো, এবং সেই আহ্বান হাজারো মানুষের হৃদয় গলিয়ে দিল। এটি শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল, যতক্ষণ না ঈশ্বরের প্রতীক্ষারত লোকেরা সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হলো।"

বর্তমান সময়ে ২০২৩ সালের জুলাই মাসে প্রকাশ শুরু হওয়া বার্তাটি এখন সারা বিশ্বে একশ কুড়িটি দেশে পৌঁছচ্ছে, এবং 'মধ্যরাত্রির আহ্বান' বার্তার বিকশিত উপস্থাপনকারী প্রবন্ধগুলি যাটেরও বেশি ভাষায় উপলভ্য, এবং প্রবন্ধগুলি পড়া বা শোনা—উভয়ভাবেই গ্রহণ করা যায়।

যীশু খ্রিস্টের প্রকাশ, যা ঈশ্বরের তাঁকে দিয়েছিলেন, যখন তিনি তাঁর দাসদের সেই বিষয়গুলি দেখান, যোগে শীঘ্রই ঘটতে হইবে; এবং তিনি তাঁর দূতের দ্বারা তাহা প্রেরণ করিয়া তাঁর দাস যোহনের নিকট সংকটে প্রকাশ করলেন; যোহন ঈশ্বরের বাক্যের, এবং যীশু খ্রিস্টের সাক্ষ্যের, ও তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়াছেন। ধন্য সে, যে এই ভাববাণীর বাক্যসমূহ পাঠ করে, এবং তাহারা, যাহারা শুনেন ও এতে লিখিত বিষয়গুলি পালন করে; কারণ সময় সন্নিবিষ্ট। প্রকাশিত বাক্য ১:১-৩।

প্রবন্ধসমূহে উপস্থাপিত এই বার্তার আলো প্রায় ছয় মাসে দুজন ব্যক্তির দ্বারা সাধিত হয়েছে।

যারা -এ সাহায্য করতে সক্ষম, তাদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত না হলে, তৃতীয় স্বর্গদূতের উচ্চ আহ্বান শোনা গেলে তারা ঈশ্বরের কাজকে চিনতে পারবে না। যখন পৃথিবীকে আলোকিত করতে আলো অগ্রসর হবে, প্রভুকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার বদলে তারা তাদের সংকীরণ ধারণার সঙ্কেতে মেলতে তাঁর কাজকে সীমাবদ্ধ করতে চাইবে। আমি আপনাদের বলছি, এই শেষ কাজটিতে প্রভু এমনভাবে কাজ করবেন, যা প্রচলিত ব্যবস্থার অনেকে বাইরে এবং এমনভাবে, যা কোনো মানবীয় পরিকল্পনার পরিপন্থী হবে। আমাদের মধ্যই এমন লোক থাকবে যারা সবসময় ঈশ্বরের কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে—বিশ্বকে দেওয়ার বার্তায় তৃতীয় স্বর্গদূতের সঙ্কেতে যে স্বর্গদূত যোগ দেয়, তার পরিচালনায় কাজ যখন এগোবে, তখন কোন কোন পদক্ষেপে নেওয়া হবে তাও নির্দেশ দিতে চাইবে। ঈশ্বরের এমন উপায় ও মাধ্যম ব্যবহার করবেন, যাতে দেখা যাবে যে তিনি নিজ হাতেই লাগাম ধরছেন। তাঁর ধার্মিকতার কাজ ঘটতে ও সর্দি করতে তিনি যিে সহজ উপায়গুলো ব্যবহার করবেন, তাতে কর্মীরা বিস্মিত হবেন। Testimonies to Ministers, 300.

যহূদা গোটরের সংহি এখন তাঁর শেষ কালের জনগণকে দানয়িলে অধ্যায় এগারের তরে থেকে পনেরো পদে নিয়ে এসেছেন—এর মাধ্যমে খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে ৬৩ সালের ইতিহাসে প্রতীতি ঘটনাপ্রবাহ, মথুরি ষোড়শ অধ্যায়, এবং কাইসারিয়া ফলিপিপতি খ্রিস্টের সফরের ইতিহাস উন্মুক্ত হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো এবং তাদের পরিপূর্ণতার ইতিহাস

উভয়ই দানয়িলেরে পুস্তকরে সেই অংশরে সঙ্গে সঙ্গতপূরণ, যা অন্তিমি দনি পরযন্ত সলিমোহর করা ছলি। দানয়িলে ও প্রকাশতি বাক্য—দুটি মিলি একটাই গ্রন্থ; তাই শেষে কাল,ে দয়ার সময় সমাপ্ত হওয়ার ঠকি আগে, যীশু খ্রিষ্টরে প্রকাশতি বাক্য অনাবৃত হয়, এবং সেই প্রকাশরে মধ্যে দানয়িলেরে যে অংশটি শেষে কালরে সঙ্গে সম্প্রকতি, সটেণ্ডি অন্তর্ভুক্ত থাকে। এক্সটোর ক্যাম্প মটিংয়েরে সমাপ্তির সময় নকিটে এসে গেছে।

আর তনি আমাকে বললিনে, এই গ্রন্থরে ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যসমূহ মোহর করণ্ডি না; কারণ সময় সন্নিহিত। যে অন্যায়কারী, সে এখনও অন্যায় করুক; এবং যে অপবিত্র, সে এখনও অপবিত্র থাকুক; আর যে ধার্মিক, সে এখনও ধার্মিক থাকুক; এবং যে পবিত্র, সে এখনও পবিত্র থাকুক। প্রকাশতি বাক্য ২২:১০, ১১।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

দখে, সেই দনি আসতিছে, প্রভু সদাপ্রভু বলেন, যখন আমি দেশে এক দুর্ভিক্ষ পাঠাইব—রুটির দুর্ভিক্ষ নহে, জলের তৃষ্ণাও নহে, কন্টি সদাপ্রভুর বাক্য শ্রবণরে দুর্ভিক্ষ। আর তাহারা সমুদ্র হইতে সমুদ্র পরযন্ত, এবং উত্তর দকি হইতে পূর্ব দকি পরযন্ত ঘুরিয়া বড়োইবে; সদাপ্রভুর বাক্য অন্বেষণ করবার জন্য এদকি-সদেকি দৌড়াইবে, কন্টি তাহা পাইবে না। সেই দনি সুন্দরী কুমারীগণ ও যুবকরো তৃষ্ণায় মূর্ছতি হইবে। যাহারা শমরয়ার পাপরে নামে শপথ করে, এবং বলে, 'হে দান, তোমার দবেতা জীবতি'; এবং, 'বরেশবোর পথ জীবতি'; তাহারাও পততি হইবে, এবং আর কখনও উঠবি না। আমোষ ৮:১১-১৪।